গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ৭ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ এহছানে এলাহী সচিব
সভার তারিখ	০৯ মে, ২০২৩
সভার সময়	দুপুর ০৩.৩০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট- 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান, এসডিজি ৮.৭.১-লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। অত:পর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান। মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ এ পর্যায়ে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ০১ লক্ষ শিশুকে ০৬ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ০৪ মাস ব্যাপি নির্বাচিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-১) জনাব মোঃ আল মাসুদ করিম সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। **আলোচনা:**

(ক) **গত পিএসসি সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা:** প্রকল্পের সর্বশেষ পিএসসি সভা গত ২৯-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্যবৃন্দ হতে কোন সংশোধন, সংযোজন এবং পরিমার্জন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা হয় । সভায় উক্ত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

(খ) **প্রকল্প কাজের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা:** প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ২২৫০০.০০ লক্ষ টাকা (৮৫% হিসেবে ১৯১২৫.০০ লক্ষ টাকা)। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটিতে মোট ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ১৬২৪৬.৬১ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৫৭.১০%, ভৌত: ৯৮%)। তাছাড়া এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি ১০৭৫৩.৯৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১০১১৩.৯৪ লক্ষ টাকা; যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার বরাদ্দের বরাদ্দের ৫২.৮৯%।

(গ) **গত পিআইসি সভার কার্যবিবরণীর অগ্রগতি ও সুপারিশ পর্যালোচনা:** প্রকল্পের সর্বশেষ পিআইসি সভা গত ২৮-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় প্রকল্প পরিচালক, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন জানান যে, প্রকল্পের আওতায় চুক্তিবদ্ধ ১১২ টি এনজিও কর্তৃক দেশের ১০ জেলায় ১৪ টি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ০১ লক্ষ শিশুকে ০৬ (ছয়) মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ৩১ শে জুলাই ২০২২ এবং ০৪ মাসব্যাপি নির্বাচিত ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের মূল কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে; শুধু ডেটাবেইজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ২২৫০০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ২২৪৫০.০০ লক্ষ + মূলধন ৫০.০০ লক্ষ) টাকার ৮৫% হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দ ১৯১২৫.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ হতে আইবাসে ১০৭৮১.২৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৩৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা (৪র্থ কিস্তি) অবমুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পটি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উচ্চ অগ্রাধিকার (এ ক্যাটাগরি)

হিসেবে চিহ্নিত ছিল; কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য এটি 'বি ক্যাটাগরি' তে অবনমিত করা হয়েছে। 'বি' ক্যাটাগরি প্রকল্পের কারণে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়ায় এনজিওসমূহের বিল প্রদানসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ০১ লক্ষ শিশুকে ০৬ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ০৪ মাস ব্যাপি নির্বাচিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, বর্তমানে বিল প্রদান চলমান রয়েছে। আবার প্রকল্পটি 'বি ক্যাটাগরি' হিসেবে আরএডিপি বরাদ্দের ১৫% সংরক্ষণ হওয়ায় বিলসমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা যাচ্ছে না। প্রকল্পের সম্পূর্ণ বরাদ্দ পাওয়া গেলে জুন ২০২৩ এ প্রকল্প সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রকল্প সমাপ্ত করা গেলে মন্ত্রণালয়ের ভাবমুর্তি উন্নত হওয়ায় পাশাপাশি জুন ২০২৩ এ আরেকটি সমাপ্ত প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। প্রকল্পে আরএডিপি বরাদ্দের ১৫% সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা পরিহার করার যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন।

অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি, উপসচিব, জনাব সুরাইয়া জাহান জানান, প্রকল্পটির মেয়াদ যেহেতু ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত এবং ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে এডিপি'তে চলমান প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেহেতু ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ খরচের অনুমতি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রকল্প শেষ করার স্বার্থে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দের ১৫% সংরক্ষণের পরিহারের জন্য প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় বলেন, এসডিজি ৮.৭ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত শিশুদেরকে শ্রম হতে মুক্তকরণ ও পুনর্বাসন করার জন্য একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের আওতায় প্রতি অর্থবছরে থোক বরাদ্দ থাকে। প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে অর্থ বিভাগের থোক হতে অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন জানান যে, প্রকল্প সমাপ্তের জন্য প্রায় ৪৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের সুপারভাইজগণকে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করতে হয়। সুপারভাইজগণ পরিদর্শন শেষে ২০ লক্ষ টাকার ভ্রমণ বিল হিসেবে দাখিল করেছে। কিন্তু চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ভ্রমণ ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০% ব্যয় করা যাবে। ভ্রমণ ব্যয় খাতে ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দের ৫০% হিসেবে ২ লক্ষ টাকা, যা ইতোমধ্যে খরচ করা হয়েছে। বকেয়া বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

০৩। সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক) প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরি হতে 'এ' ক্যাটাগরিতে পুনঃস্থানান্তরের জন্য প্রকল্প পরিচালক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;

খ) প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যাবলী শেষ পর্যায়ে রয়েছে, শুধুমাত্র বিল পরিশোধের কার্যক্রম বাকি রয়েছে। এ বিবেচনায় প্রকল্পটি জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটি জুন ২০২৩ এ সমাপ্তকরণের যৌক্তিকতাসহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চেয়ে অর্থ বিভাগে পত্র প্রদান করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে প্রস্তাব করে অত্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প;

গ) ভ্রমণ ব্যয় খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান এবং আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে প্রস্তাব অত্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করবে ;

ঘ) "বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি'তে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

ঙ) প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে যথা সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে;

০৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০২৬.১৪.০০৪.২১.৫৩

তারিখ: ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
২১ মে ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৭) নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৮) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
১০) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১১) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১২) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
১৩) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৪) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকল্প কর্ণারে আপলোড করার অনুরোধসহ)

মোঃ আল মাসুদ করিম
উপসচিব